বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ-১

ফোন ঃ ৯৫৫০৪০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬০০২১-২২
৯৫৬০০২৪-২৫
৯৫৬০০৩১-৩৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৬১২১১

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৫৬(১২৫০) তারিখঃ ২১/০৭/২০১৯

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক(মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিষয় নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বর্ণিত বিষয়ে ১৯/০৫/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১২/২০১৯ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ তারিখঃ ১৬ মে, ২০১৯ এবং অত্র বিভাগ হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখে ৩৭ নং পত্র মূলে জারিকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫ তারিখঃ ১১ জুলাই, ২০১৯ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্টসহ ঋণ গ্রহিতাদের পুনঃতফসিল আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথে পরীক্ষান্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পুনঃতফসিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে শাখাসহ নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহকে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে নিবিড় তদারকি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত পরিপত্রের আওতায় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ গ্রহিতাদের ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো যাতে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস করা যায়।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২১/০৭/১৯

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯
তারিখঃ ২১/০৭/২০১৯

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৫৬(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ,বিকেবি,ট্রেনিং ইনস্টিটিউট,মিরপুর,ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব,বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস,কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ***উপরোক্ত সার্কুলার লেটারটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।***
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

22.07.2019

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

F: Md. Moznu/Credit-1/Reschedule/Letter to Field

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ-১

ফোন ঃ ৯৫৫০৪০৩
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬০০২১-২২
৯৫৬০০২৪-২৫
৯৫৬০০৩১-৩৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৬১২১১

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৫৬(১২৫০) তারিখঃ ২১/০৭/২০১৯

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক(মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিষয় নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বর্ণিত বিষয়ে ১৯/০৫/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১২/২০১৯ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ তারিখঃ ১৬ মে, ২০১৯ এবং অত্র বিভাগ হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখে ৩৭ নং পত্র মূলে জারিকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫ তারিখঃ ১১ জুলাই, ২০১৯ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্টসহ ঋণ গ্রহিতাদের পুনঃতফসিল আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথে পরীক্ষান্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পুনঃতফসিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে শাখাসহ নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহকে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে নিবিড় তদারকি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত পরিপত্রের আওতায় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ গ্রহিতাদের ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো যাতে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস করা যায়।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বস্ত
২১/০৭/১৯
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯
তারিখঃ ২১/০৭/২০১৯

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৫৬(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ,বিকেবি,ট্রেনিং ইনস্টিটিউট,মিরপুর,ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব,বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস,কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত সার্কুলার লেটারটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

২১.০৭.২০১৯
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

F: Md. Moznu/Credit-1/Reschedule/Letter to Field

website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫

জ্যৈষ্ঠ ২, ১৪২৬
তারিখঃ------------------
মে ১৬, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা।

বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়ী/শিল্প উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাংকের ঋণ অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মিতভাবে পরিশোধিত হচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহ বজায় রাখাসহ ব্যাংকিং খাতের বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ নিয়মিতভাবে আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১। খাত/উপখাতঃ নিম্নোক্ত খাত/উপখাতের যে সকল ঋণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সে সকল ঋণগ্রহিতার অনুকূলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পুনঃতফসিল/এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে:

ক) ট্রেডিং খাত (গম, খাদ্য দ্রব্য, ভোজ্যতেল ও রিফাইনারী), জাহাজ শিল্প (শিপ-ব্রেকিং ও শিপ-বিল্ডিং) এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যেখানে ব্যাংকের বিপুল অংকের বিনিয়োগ রয়েছে;

খ) বিশেষায়িত ব্যাংকের অকৃষি খাতের আমদানি-রপ্তানিতে সম্পৃক্ত শিল্প ঋণ; এবং

গ) অন্যান্য খাতে ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকৃত ব্যবসায়ী যাদের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

২। ঋণ পুনঃতফসিল সংক্রান্ত শর্তাবলী: অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত ঋণগ্রহিতাদের মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে পুনঃতফসিল করা যাবে:

(ক) পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক হিসাবকৃত স্থিতি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ঋণ স্থিতির ন্যুনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;

(গ) এ সার্কুলার জারীর তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;

(ঘ) কেইস টু কেইস বিবেচনায় ঋণ পরিশোধের সময়কাল সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর হবে;

(ঙ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C-এ রক্ষিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে । পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;

চলমান পাতা/২

(চ) ঋণ স্থিতির (মওকুফ অবশিষ্ট) উপর কস্ট অব ফান্ড + ৩% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। তবে সুদের হার ৯% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে;

(ছ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আনুপাতিক হারে আসল এবং সুদ বিবেচনায় নিয়ে কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে;

(জ) ঋণ পরিশোধের জন্য ৯টি মাসিক কিস্তির মধ্যে ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তির মধ্যে ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণহিসাবকে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে;

(ঝ) ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে; এবং

(ঞ) পুনঃতফসিল পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নতুন করে ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে তাদের প্রচলিত ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করবে। নতুনভাবে প্রদত্ত ঋণ যথানিয়মে পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সংক্রান্ত শর্তাবলী: অনুচ্ছেদ ১ এ বর্ণিত ঋণগ্রহিতাদের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সুবিধা প্রদান করা যাবে:

(ক) এককালীন এক্সিট সুবিধা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক হিসাবকৃত স্থিতি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;

(গ) এ সার্কুলার জারির তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;

(ঘ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C - এ রক্ষিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;

(ঙ) ঋণ স্থিতির (মওকুফ অবশিষ্ট) উপর কস্ট অব ফান্ড হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে। ব্যাংক কর্তৃক এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবকে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে; এবং

(চ) ব্যাংক কর্তৃক এ সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

৪। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য Cost of fund recovery নিশ্চিতকরণ বা ঘাটতি বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২-২-২০০৮ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ এবং ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের পত্র নং-অম/ অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭ এর নির্দেশনা বলবৎ থাকলেও আলোচ্য সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিল/এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের নির্দেশনা কার্যকর হবে।

৫। এ সার্কুলারের আওতায় ঋণগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে সেসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৬। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলকৃত/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাও পরিপালন করতে হবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ এসএমএ মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং উক্ত ঋণসমূহের বিপরীতে ১% হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহ সিআইবি'তে Special RSDL under BRPD Circular No.-05/2019 এবং এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ Special Exit under BRPD Circular No.-05/2019 হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ CL-4 এ রিপোর্ট করতে হবে এবং CL-4 এর ৫নং কলাম এ তারিখের পাশাপাশি পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহ Special RSDL এবং এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ Special Exit হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;

(ঘ) এ সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এ, কে, এম, আমজাদ হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০২৫২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।

ক্রেডিট বিভাগ-১

ফোন ঃ ৯৫৫০৪০৩
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬০০২১-২২
৯৫৬০০২৪-২৫
৯৫৬০০৩১-৩৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৬১২১১

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৩৭(১২৫০) তারিখঃ ১৪/০৭/২০১৯

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক(মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে অত্র বিভাগের পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১২/২০১৯ তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৯ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ- মে ১৬, ২০১৯ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১১ জুলাই, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫ এর মাধ্যমে জারিকৃত সার্কুলার লেটারটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে নিম্নে মুদ্রণ করা হলোঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৪, তারিখ-২৫ জুন, ২০১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ তারিখঃ ১৬ মে, ২০১৯ এর উপর জারিকৃত স্থিতাবস্থার (status quo) উপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ০৮/০৭/২০১৯ তারিখে ০২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ (stay order) প্রদান করেছেন।

উক্ত আদেশের কপি অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১১ জুলাই, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রন করা হলো। এমতাবস্থায় বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৫ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

০৪। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৪/৭/১৯
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯
তারিখঃ ১৪/০৭/২০১৯

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৯-২০২০/৩৭(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ,বিকেবি,ট্রেনিং ইনস্টিটিউট,মিরপুর,ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব,বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস,কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত সার্কুলার লেটারটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

১৪.০৭.২০১৯
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

F: Md. Moznu/Credit-1/Reschedule/Letter to Field

website:www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ১৫

আষাঢ় ২৭, ১৪২৬
তারিখঃ------------------
জুলাই ১১, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

<u>ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা।</u>

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৪, তারিখঃ জুন ২৫, ২০১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখঃ মে ১৬, ২০১৯ এর উপর জারিকৃত স্থিতাবস্থার (status quo) উপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ০৮/০৭/২০১৯ তারিখে ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ (stay order) প্রদান করেছেন।

উক্ত আদেশের কপি অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(এ, কে, এম, এহ্‌সান)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০৩৫৯

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

Present:
Mr. Justice Syed Mahmud Hossain, Chief Justice
Mr. Justice Hasan Foez Siddique
Ms. Justice Zinat Ara
Mr. Justice Md. Nuruzzaman

CIVIL PETITION FOR LEAVE TO APPEAL NO. 1947 OF 2019.
From the order dated 21.05.2019 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 1613 of 2019.

Bangladesh, represented by the Cabinet Secretary, Cabinet Division, Bangladesh Secretariat, Police Station-Shahbagh, Dhaka, Bangladesh and another ....Petitioners.

-Versus-

Human Rights and Peace for Bangladesh (HRPB), represented by its Secretary-in-charge Advocate Sarwar Ahad Chowdhury and others ....Respondents.

For the Petitioners	:	Mr. Mahbubey Alam, learned Attorney General (with Mr. Biswajit Debnath, Deputy Attorney General) instructed by Mrs. Sufia Khatun, Advocate-on-Record.
For Respondent No. 1	:	Mr. Manzill Murshed, Advocate instructed by Mr. Md. Nurul Islam Chowdhury, Advocate-on-Record.
For Respondent Nos. 2-60	:	Not represented.
Date of hearing	:	The 8th July, 2019

ORDER

This civil petition for leave to appeal is directed against the interim order dated 21.05.2019 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 1613 of 2019.

Heard the learned Counsel of both the parties and perused the impugned order and the other materials on record.

Let the Rule be heard and disposed of by the Division Bench of the High Court Division presided over by J. B. M. Hasan, J., within 2 (two) months.

However, the order of stay passed by the learned Judge-in-Chamber shall continue for 2 (two) months subject to the condition that the persons who will be entitled to get the benefit of the disputed circular shall not get any new loan in the meantime.

The petition is accordingly disposed of.

sd/- S. M. Hossain. C.J
sd/- Hasan Foez Siddique J
sd/- Zinat Ara J
sd/- Md. Nuruzzaman J

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
Sd/- 11-07-19
Superintendent
Appellate Division
Supreme Court of Bangladesh
Sd/- 11.07.19

The 08th July /2019.
Shahin (B.O).
[illegible]